

আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিবাহ ও দাম্পত্য বিষয়াবলী

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

অশুচিতা

যুবতী নারীর সৃষ্টিগত প্রকৃতি মাসিক রক্তস্রাব তার ইদ্দত ইত্যাদির হিসাব দেয়, গর্ভের খবর জানা যায়। আর ঐ স্রাবই তার গর্ভস্থিত ভ্রূণের আহার হয়।

গর্ভাবস্থাতেও মাসিক আসতে পারে। এমন হলে এই মাসিকে তালাক হারাম নয়। কারণ, তার ইদ্দত হল গর্ভকাল।[1]

অভ্যাসগত দিনে আগে-পিছে হয়ে মাসিক হলেও তা মাসিকের খুন, অভ্যাস ৭ দিনের থাকলে যদি ৬ দিনে পবিত্রা হয় তবে সে পবিত্রা, ৮ম দিনেও খুন বিদ্যমান থাকলে তা মাসিকের খুন।[2]

মাসিকের খুন সাধারণতঃ রক্তের ন্যায়। কিন্তু মাঝে বা শেষের দিকে যদি মেটে বা গাভড়া রঙের খুন আসে, তবে তাও মাসিকের শামিল। অবশ্য পবিত্রা হওয়ার পর যদি ঐ ধরনের খুন আসে, তবে তা মাসিক নয়।[3]

কোন স্ত্রীলোকের ১দিন খুন পরদিন বন্ধ; অনুরূপ একটানা সর্বদা হতে থাকে তবে তা মাসিক নয় বরং ইস্তিহাযা। (এর বর্ণনা পরে আসছে।)

অভ্যাসমত ঋতুর কয়দিনের ভিতরে যদি একদিন খুন একদিন বন্ধ থাকে, তবে তার পুরোটাই মাসিক ধর্তব্য। খুন বন্ধ থাকলেও পবিত্রতা নয়।[4]

তবে মাঝের ঐ দিনগুলিতে যদি পবিত্রতার সাদাস্রাব দেখা যায়, তবে তা পবিত্রতা।[5]

মাসিকের এই অশুচিতায় যে সব ধর্মকর্মাদি নিষিদ্ধ তা নিম্নরূপঃ-

১। নামাযঃ মাসিকাবস্থায় নামায পড়া বৈধ নয়। পবিত্রা হলে গোসল করে তবেই নামায পড়বে। যে অঙ্কে কেবল এক রাকআত নামায পড়ার মত সময়ের পূর্বে পবিত্রা হবে গোসলের পর সেই অঙ্কেরও নামায কাযা পড়তে হবে। যেমন যদি কেউ সূর্যাস্তের ২ মিনিট পূর্বে পবিত্রা হয় তবে (সূর্যাস্তের পর) গোসল করে আসরের নামায কাযা পড়বে অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করবে। যে অঙ্কে গোসল করবে কেবল সেই অঙ্ক থেকে নামায পড়া যথেষ্ট নয়। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

“যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকআত পায়, সে নামায (নামাযের সময়) পেয়ে যায়।”[6]

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ.

“যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকআত পেয়ে যায়, সে আসর পেয়ে নেয় এবং যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে

ফজরের এক রাকআত নামায পেয়ে যায়, সে ফজর পেয়ে নেয়।”[7]

সুতরাং কোন ওয়াক্তে প্রবেশ হওয়ার পর অথবা ঐ নামায পড়তে পড়তে মাসিক শুরু হলে পবিত্রতার পর ঐ ওয়াক্তের নামাযও কাযা পড়তে হবে। যেমন যদি কারো সূর্যাস্তের ২ মিনিট পর ঋতু শুরু হয় (যাতে ১ রাকআত নামায পড়া যায়), তাহলে পবিত্রতার গোসলের পর মাগরিবের ঐ নামায কাযা পড়বে।[8]

২। কুরআন স্পর্শ ও পাঠঃ

নাপাকে কুরআন স্পর্শ অবৈধ।[9]

অনুরূপ মুখে উচ্চারণ করে ঋতুমতী কুরআন তেলাঅত করবে না। মনে মনে পড়তে দোষ নেই। অবশ্য যদি ভুলে যাওয়ার ভয় হয় অথবা শিক্ষিকা ও ছাত্রীর কোন আয়াত উল্লেখ করা জরুরী হয়, তবে উচ্চারণ করতে প্রয়োজনে বৈধ।[10]

পক্ষান্তরে দুআ দরুদ, যিকর, তসবীহ তহলীল, ইস্তেগফার, তওবা, হাদীস ও ফিক্হ পাঠ, কারো দুআয় আমীন বলা, কুরআন শ্রবণ ইত্যাদি বৈধ।[11]

কুরআন মাজীদের তফসীর বা অনুবাদ স্পর্শ করে পড়া দোষের নয়। সিজদার আয়াত শুনে সিজদা করাও বৈধ।[12]

ঋতুমতীর কোলে মাথা রেখে তার সন্তান অথবা স্বামী কুরআন তেলাঅত করতে পারে।[13]

৩। রোযা পালনঃ

মাসিকাবস্থায় রোযা পালন নিষিদ্ধ। তবে রমযানের ফরয রোযা পরে কাযা করা জরুরী। (কিন্তু ঐ অবস্থায় ছাড়া নামাযের কাযা নেই)।[14]

রোযার দিনে সূর্যাস্তের ক্ষণেক পূর্বে মাসিক এলে ঐ দিনের রোযা বাতিল; কাযা করতে হবে। সূর্যাস্তের পূর্বে মাসিক আসছে বলে মনে হলে; কিন্তু প্রস্রাবদ্বারে খুন দেখা না গেলে এবং সূর্যাস্তের পর দেখা দিলে রোযা নষ্ট হবে না।

ফজর উদয় হওয়ার ক্ষণেক পরে মাসিক শুরু হলে ঐ দিনে রোযা হবে না। ফজর উদয়ের ক্ষণেক পূর্বে খুন বন্ধ হলে গোসল না করলেও ঐ দিনের রোযা ফরয।[15]

ফজরের পর গোসল করে নামায পড়বে, অনুরূপ স্বামী-স্ত্রী সঙ্গম করে সেহরী খেয়ে পরে ফজরের আযান হয়ে গেলেও রোযার কোন ক্ষতি হয় না। গোসল করে নামায পড়া জরুরী।[16]

রোযা রেখে দিনের মধ্যভাগে খুন এলে রোযা নষ্ট ও পানাহার বৈধ। যেমন মাসিকের দিনগুলিতে মহিলা পানাহার করতে পারবে এবং দিনে মাসিক বন্ধ হলেও দিনের অবশিষ্ট সময়ে পানাহার বৈধ।[17]

৪। তওয়াফঃ

ফরয, নফল সর্ব প্রকার তওয়াফ অবৈধ। অবশ্য সায়ী এবং মিনা, মুযদালিফাহ ও আরাফাতে অবস্থান, পাথর মারা ইত্যাদি বৈধ। যেমন বিদায়ী তওয়াফের পূর্বে মাসিক শুরু হলে ঐ তওয়াফ করা ওয়াজেব থাকে না।[18]

কিন্তু হজ্জ বা উমরার তওয়াফ পাক হওয়ার পর করতেই হবে। নচেৎ হজ্জ বা উমরা হবে না।[19]

৫। মসজিদ ও ঈদগাহে অবস্থানঃ

মাসিক অবস্থায় মসজিদে বা ঈদগাহে বসা অবৈধ।[20] অবশ্য মসজিদের বাইরে থেকে মসজিদের ভিতরে স্থিত কোন বস্তু উঠিয়ে নেওয়া অবৈধ নয়।[21]

৬। স্বামী-সঙ্গমঃ

মাসিকাবস্থায় সঙ্গম হারাম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

“ওরা তোমাকে রজঃস্রাব (কাল ও স্থান) প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল উহা অশুচি। সুতরাং রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংসর্গ থেকে দূরে থাক এবং পবিত্রা না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) যেও না। অতঃপর যখন তারা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদেরকে এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে ভালোবাসেন।”[22]

মাসিকাবস্থায় সঙ্গম করে ফেললে এক দ্বীনার (সওয়া ৪ গ্রাম সোনা বা তার মূল্য) অথবা অর্ধ দ্বীনার সদকা করতে হবে।[23]

অবশ্য অসময়ে যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য স্ত্রী জাগিয়া পরে লজ্জাস্থান (প্রস্রাব ও পায়খানাদ্বার) পর্দা করে অন্যান্য স্থানে বীর্যপাত ইত্যাদি সর্বপ্রকার যৌনাচার বৈধ।[24]

যেমন, পায়ু ও যোনিপথে সঙ্গম করার আশঙ্কা না থাকলে বা ধৈর্য রাখতে পারলে স্ত্রীর উরু-মৈথুনও বৈধ।

প্রকাশ যে, ঋতুমতী স্ত্রীর এটো কিছু বা তার মুখের লাল নাপাক নয়।

৭। তালাক দেওয়াঃ

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মাসিকাবস্থায় তালাক দেওয়া বৈধ নয়। আর দিয়ে ফেললেও ঐ তালাক বাতিল; ধর্তব্য নয়। অবশ্য স্ত্রীর সাথে বাসর করার পূর্বে, গর্ভকালে, অথবা খোলা তালাক প্রার্থনাকালে মাসিকাবস্থায় থাকলে তালাক দেওয়া অবৈধ নয়।[25]

মাসিকাবস্থায় বিবাহ আক্দ্ (বিয়ে পড়ানো) বৈধ। তবে বাসর না করাই উত্তম। বর মিলন না করে ধৈর্য রাখতে পারলে বাসর করবে; নচেৎ না।[26]

মাসিক বন্ধ হলেই গোসল ফরয। যে সময়েই হোক গোসল করতে হবে। দেশীয় প্রথা অনুযায়ী অথবা লজ্জার খাতিরে নির্দিষ্ট সময় থেকে গোসল পিছিয়ে নামায নষ্ট করলে গোনাহগার হবে। আরো খুন আসবে সন্দেহে কোন নামায পিছিয়ে দিলে কাযা পড়ে নেবে।

মহিলা গোসল নিম্নরূপে করবেঃ

প্রথমে সাবানাদি দিয়ে লজ্জাস্থান ভালোরূপে ধুয়ে হাত পরিষ্কার করে নেবে। অতঃপর গোসলের নিয়ত করে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে পূর্ণ ওয়ু করবে, তারপর ৩ বার মাথায় পানি নিয়ে ভালো করে এমনভাবে ধৌত করবে, যেন চুলের গোড়ায়-গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। অতঃপর সারা শরীর ধুয়ে নেবে। পরে বস্ত্রখন্ডে বা তুলোর মধ্যে কোন

সুগন্ধি লাগিয়ে লজ্জাস্থানে রেখে নেবে।

গোসলের পর আবার খুন দেখা দিলে যদি মেটে বা গাবড়া রঙের খুন হয়, তাহলে কোন ক্ষতি হবে না। মাসিকের মত হলে পুনঃ বন্ধ হলে আবার গোসল করবে।[27]

নামাযের অঙ্কে সফরে মাসিক বন্ধ হলে, অথবা পানি না থাকলে, অথবা পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হলে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে।

সবাস্ত্রের ক্ষতি না হলে পরিজনের সাথে একই সঙ্গে হজ্জ বা রোযা পালনের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন প্রয়োজনে মাসিক বন্ধ রাখার ঔষধ ব্যবহার বৈধ। তবে এতে যেন স্বামীকে (ইদ্দতে) ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্য না হয়।[28]

ফুটনোট

- [1] (রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, শায়খ মুহাঃ আল-উসাইমীন ১৩পৃঃ)
- [2] (রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, ১৪পৃঃ)
- [3] (আবু দাউদ ৩০৭ নং)
- [4] (আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিন্নিসাইল উম্মাহ ২০৭-২০৮পৃঃ)
- [5] (ঐ ২০৭পৃঃ)
- [6] (বুখারী, মুসলিম)
- [7] (বুখারী, মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৬০১নং, রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, ১৯পৃঃ)
- [8] (ঐ ১৮পৃঃ)
- [9] (সূরা আল-ওয়াক্বিয়া (৫৬) : ৭৯)
- [10] (রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, ২০-২১পৃঃ, তামবীহাতুল মু'মিনাত ৩৬পৃঃ)
- [11] (রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, ১৯পৃঃ, তামবীহাতুল মু'মিনাত ৩৮পৃঃ)
- [12] (জামিউ আহকামিন নিসা, ১/১৭৪)

- [13] (বুখারী, মুসলিম, জামিউ আহকামিন নিসা, ১/১৬৩)
- [14] (বুখারী ৩২১নং, মুসলিম ২৬৫নং, আবু দাউদ ২৬৩নং)
- [15] (জামিউ আহকামিন নিসা, ১/১৭৩)
- [16] (বুখারী, মুসলিম, রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, ২২পৃঃ)
- [17] (মুমঃ ৪/৫৪১-৫৪২)
- [18] (বুখারী, মুসলিম)
- [19] (রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, ২৩-২৪পৃঃ)
- [20] (বুখারী, মুসলিম)
- [21] (মুসলিম, আবু দাউদ প্রভৃতি, তামবীহাতুল মু'মিনাত ৩৭পৃঃ)
- [22] (সূরা আল-বাক্বারা (২) : ২২২)
- [23] (আবু দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১২২পৃঃ)
- [24] (বুখারী, মুসলিম, রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, ২৫পৃঃ)
- [25] (রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, ২৭পৃঃ)
- [26] (ঐ ২৮ পৃঃ)
- [27] (আল-ফাতাওয়া আল- ইসলামিয়াহ ১/২৪০)
- [28] (রিসালাতুন ফী দিমাইত ত্বাবীইয়্যাতি লিন্নিসা, ৪৩, আল-ফাতাওয়া আল- ইসলামিয়াহ ১/২৪১)